সমকাল

29 ... 2013

সখীপুরে শিশুশিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য

■ এনামুল হক, সখীপুর (টাঙ্গাইল)

'মেধা আপনার সন্তানের, বিকাশের দায়িত্ব আমাদের'- এই প্রচারে লিফলেট, পোস্টারসহ নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুন টানিয়ে শিশুদের ভর্তি করানো হয় ব্যক্তিমালিকানায় গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন (কেজি) স্কুলে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে ডিসেম্বরেই বাসাবাড়িতে 'শিশু শিক্ষার্থী' সংগ্রহে নেমে পড়েন শিক্ষকরা। ভালো শিক্ষার প্রতিশ্রুতিসহ নানা প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে ওইসব স্কুলে ভর্তি হয় কোমলমতি শিশুরা। এ সুযোগে বাজারের অখ্যাত প্রকাশনীর নিম্নমানের অতিরিক্ত বই পাঠ্য করে শিশুদের কাঁধে চাপিয়ে ফায়দা লুটছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পুস্তক ব্যবসায়ীরা। মেধা বিকাশের নামে প্রতারিত হচ্ছে শিশু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। শুধু প্রথম শ্রেণীর একটি শিশুকেই ১০টি বই পড়তে হচ্ছে। ফলে বাড়ছে শিশুদের মানসিক চাপ।

পড়ানো হচ্ছে নিম্নমানের বই

নীতিমালা না থাকায় সখীপুর উপজেলার যেখানে-সেখানে ব্যক্তিমালিকানায় ১১০ থেকে ১১৫টি কেজি স্কুল গড়ে উঠেছে। বেশিরভাগ কেজি স্কুল পাকা সড়কের পাশে আবাসিক ভবন বা বাড়ি ভাড়া নিয়ে অদক্ষ শিক্ষক, পাঠ্যসূচি, সিলেবাস ও কমিটিবিহীন পরিচালিত হচ্ছে। স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা অনিয়মের অভিযোগ। ইচ্ছামতো শিক্ষক নিয়োগ, নিয়োগ বাতিল, নিয়োগের সময় শিক্ষকদের কাছ থেকে ডোনেশনের নামে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ারও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে তিনটি বই পড়ানোর নিয়ম থাকলেও বাণিজ্যিক দিক বিবেচনায় কেজি স্কুল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আরও ছয়-সাতটি বই পাঠ্য করছে। অতিরিক্ত বইয়ের জন্য অভিভাবকদের আরও ৬০০-৭০০ টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে। এদিকে স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের অলিখিত চুক্তি থাকায় 'এক স্কুলের বই' নির্ধারিত 'চুক্তিবদ্ধ' পুস্তক ব্যবসায়ীর দোকান ছাড়া অন্য কোনো দোকানে পাওয়া যায় না। ফলে বাধ্য হয়েই 'ভুলে ভরা' নিম্নমানের ওইসব বই 'চুক্তিবদ্ধ' দোকান থেকে অতিরিক্ত দামে কিনতে হচ্ছে। অন্যদিকে পুস্তক ব্যবসায়ীরা প্রতিটি কেজি স্কুলে নিম্নমানের অতিরিক্ত বই পাঠ্য করার জন্য প্রতি স্কুলকে ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে ৪০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত কমিশন দিচ্ছেন। অন্যদিকে 'ডে-নাইট কেয়ার' নামে দিনরাত কয়েক দফায় শিশুদের নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে হয়রানির শিকার হচ্ছেন অভিভাবকরা। এখানেও নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, সেশন ফি ও সিলেবাসের নামেও অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অভিভাবক হোমিও চিকিৎসক আবদুর রশিদ জানান, মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য শিশুকে কেজি স্কুলে পড়ালেও অতিরিক্ত বইয়ের চাপে একদিকে আর্থিক ও অন্যদিকে শিশুদের মানসিক চাপ বাড়ছে।

সখীপুর কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমরা শিশুদের বেশি জানতে ও শিখতে অতিরিক্ত বই পাঠ্য করেছি। তবে সেগুলো নিম্নমানের বই নয়।

স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ী আবদুস সালাম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, স্কুলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকায় প্রতিটি কেজি স্কুলে উন্নতমানের বই পাঠ্য করা হয়। সে ক্ষেত্রে অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই।

সখীপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। তবে ওই সব স্কুলে সরকারের নিবন্ধন (রেজি.) বাস্তবায়িত হলে অনিয়ম অনেকটাই কমে আসবে বলে জানান তিনি।